ইসলামি রাষ্ট্রের (খিলাফত) খসড়া সংবিধান

সাধারণ নিয়মাবলী

ধারা ১

ইসলামী 'আকীদা' হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। কাজেই ইসলামী 'আকীদা' বহির্ভূত কোন কাঠামো, ব্যবস্থা, দায়দায়িত্ব, অথবা অন্য যে কোন বিষয়ই ইসলামী রাষ্ট্রে বিরাজ করতে পারবেনা। 'ইসলামী আকীদা' রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইনেরও উৎস। কাজেই ইসলামী 'আকীদা' থেকে উদ্ভূত নয় এমন কোন কিছুই ইসলামী রাষ্ট্রে বিরাজ করার অনুমোদন পাবেনা।

ধারা ২

'দারুল ইসলাম' হচ্ছে সেই সীমানা, যেখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম বলবৎ আছে এবং যার নিরাপত্তা ইসলামের সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে নিশ্চিত। 'দারুল কুফর' হচ্ছে সেই সীমানা, যেখানে 'কুফর আইন' বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং যার 'নিরাপত্তা' মুসলিমদের দ্বারা রক্ষিত হচ্ছেনা।

ধারা ৩

খলিফা 'আহকাম শরীয়াহ' গ্রহণ করে থাকেন এবং একে 'সংবিধান' ও 'কানুন' হিসাবে বাস্তবায়ন করে থাকেন। যখন খলিফা কোন 'হুকুম শরঈ' গ্রহণ করে থাকেন তখন সেই 'হুকুম শরঈ' মানা ও বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত ও জনজীবনে উক্ত 'হুকুম শরঈ' মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

ধারা ৪

খলিফা, যাকাত ও জিহাদ ব্যতীত ইবাদত সংক্রান্ত কোন বিষয়ে 'আহকাম শরীয়াহ' নির্ধারণ করেন না। তিনি আকীদা সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট মতামত (মাযহাব) অথবা ধারণাকে নির্ধারণ বা বাধ্যতামূলক করেন না।

ধারা ৫

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক শরঈ অধিকার ও দায়িত্ব ভোগ করে থাকেন।

ধারা ৬

প্রতিটি নাগরিকের প্রতি তাদের ধর্ম, বর্ণ, জাতি, অথবা অন্য কোন বিষয় নির্বিশেষে সমান আচরণ করা হয়। রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিশেষত: শাসন, বিচার কিংবা সেবামূলক কাজে বৈষম্য করেনা।

ধারা ৭

'ইসলামী রাষ্ট্র' সকল মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের উপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবে:

ক. সকল ইসলামী আইন, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল মুসলিমের উপর প্রযোজ্য।

খ. অমুসলিমদের জন্য তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপসনা করার অনুমতি রয়েছে।

গ. মুরতাদগণ নিজেদের ইচ্ছায় ইসলামকে পরিত্যাগ করলে তাদের উপর মুরতাদের হুকুম(আইন) বলবৎ হবে। যদি তাদের পূর্ব পুরুষ মুরতাদ হয়ে থাকে এবং তারা অমুসলিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তবে তারা অমুসলিম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং বাস্তবতা ভেদে তাদের স্থান হবে মুশরিক অথবা কিতাবের অনুসারী হিসাবে।

ঘ. খাদ্য ও পোষাকের ক্ষেত্রে অমুসলিমরা ইসলামের বেঁধে দেয়া সীমানার মধ্যে তাদের ধর্ম অনুসরণ করতে পারবে।

ঙ. অমুসলিমদের মাঝে বৈবাহিক বিষয়, তালাক ইত্যাদি বিষয়গুলো ধর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। অবশ্য অমুসলিম এবং মুসলিমের মাঝে এসকল বিষয় ইসলামের আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

চ. বাদবাকী সকল শরীয়াহ বিষয় এবং আইন; যেমন লেনদেন, আইন সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা- রাষ্ট্রের মাধ্যমে সবার উপর বাস্তবায়িত হবে। এটি মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। এর মাঝে মুওয়াহিদ, আল মুসতামিন এবং বাকী সবাই যারা ইসলামের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে সবাই অংশীদার। এসকল লোকের উপর বাস্তবায়ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর বাস্তবায়নের সমান। কুটনৈতিকদের জন্য কুটনৈতিক প্রতিরক্ষা দেয়া হবে।

ধারা ৮

ইসলামের ভাষা হচ্ছে 'আরবী'। এটিই রাষ্ট্রের সার্বজনীন ভাষা হবে।

ধারা ৯

'ইজতিহাদ' হচ্ছে 'ফরজে কিফায়া'। প্রতিটি মুসলিমের 'ইজতিহাদ' করার অধিকার আছে যদি তার 'ইজতিহাদ' করার প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও যোগ্যতা থাকে।

ধারা ১০

ইসলামে কোন পুরোহিততন্ত্র নেই। সকল মুসলিমেরই ইসলামের জন্য দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিমদের মাঝে পুরোহিততন্ত্রের অনুরূপ বা সমার্থক যে কোন বিষয়কে প্রতিহত করবে।

ধারা ১১

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে ইসলামের দাওয়াহ প্রচার (বহন) করা।

ধারা ১২

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা আস সাহাবা (সাহাবাদের ঐকমত্য), এবং ক্বিয়াস হচ্ছে আহকাম শরীয়াহ নির্ধারণের একমাত্র উৎস।

ধারা ১৩

প্রতিটি ব্যক্তি নিরপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অপরাধী হিসাবে প্রমাণিত হয়। আদালতে যথাযথ বিচার ছাড়া কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে না। অত্যাচার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যে কেউ কারো উপর অত্যাচার করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

ধারা ১৪

প্রতিটি কাজই(Action) আহকাম শরীয়াহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে, এবং সকল বস্তু (Things) অনুমিত যতক্ষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই হুকুম জানা ব্যতীত কোন কাজই(Action) করা যাবে না।

ধারা ১৫

কোন কাজ শরীয়াহ অনুযায়ী হারাম হলে তা হারাম। যে মাধ্যম হারামের দিকে নিয়ে যায়, কিংবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে হারামের দিকে নিয়ে যায়, তা নিষিদ্ধ। এছাড়া ঐ মাধ্যম অনুমিত।

শাসন ব্যবস্থা

ধারা ১৬

শাসন ব্যবস্থা একক(Unitary); সংঘীয়(Federal) নয়।

ধারা ১৭

সরকার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়, প্রশাসন বিকেন্দ্রীক।

ধারা ১৮

শাসনের ক্ষেত্রে চারটি পদ রয়েছে-

ক. খলিফা

খ. মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ

গ. ওয়ালী (গভর্ণর)

ঘ. আ’মিল (সাব গভর্ণর)

রাষ্ট্রের বাকী সকল পদ হচ্ছে কর্মচারীর পদ, শাসকের পদ নয়।

ধারা ১৯

শাসক কিংবা শাসকের পদে আসীন ব্যক্তি- ন্যায়পরায়ন, স্বাধীন (দাস নয়), পুরুষ এবং অবশ্যই একজন মুসলিম হতে হবে।

ধারা ২০

মুসলিমদের শাসককে প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে এবং এ দায়িত্বটি উম্মাহর জন্য একটি ফরজ কিফায়া। অমুসলিমদের উপর যে কোন অবিচার বা ইসলামী আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ২১

মুসলিমদের রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার রয়েছে। এ দলগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে উম্মাহর পক্ষ থেকে শাসকদের জবাবদিহী করা বা প্রশ্ন করা এবং উম্মাহর মাধ্যমে শাসন কর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করা। এ দলগুলোর গঠনের মূলভিত্তি হবে ইসলামী আকীদা। তাদের বিধিবিধান হতে হবে আহকাম শরীয়াহর উপর

ভিত্তি করে। এ ধরণের দল গঠন করার জন্য রাষ্ট্র থেকে কোনরূপ লাইসেন্স বা ছাড়পত্র দিতে হবে না। ইসলাম বহির্ভূত অন্য কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে দল গঠন নিষিদ্ধ।

ধারা ২২

শাসনব্যবস্থা চারটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হচ্ছে-

ক. সার্বভৌম ক্ষমতা শরীয়াহর, জনগণের নয়

খ. কর্তৃত্ব উম্মাহর

গ. একজন খলিফার নিয়োগদান সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক

ঘ. শুধুমাত্র খলিফার আহকাম শরীয়াহ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। কাজেই তিনিই সংবিধান ও আইন বাস্তবায়ন করবেন।

ধারা ২৩

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আটটি প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তারা হচ্ছে-

ক. খলিফা

খ. মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ (দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী)

গ. মুওয়াউয়িন তানফিজ (নির্বাহী সহকারী)

ঘ. আমির উল জিহাদ (জিহাদের অধিনায়ক)

ঙ. আল ক্বাদা (বিচার ব্যবস্থা)

চ. উলাহ (গভর্ণর)

ছ. মাসালিহুদ দাওয়াহ (প্রশাসনিক ব্যবস্থা)

জ. মাজলিস উল উম্মাহ

ধারা ২৪

উম্মাহর পক্ষ থেকে খলিফা উম্মাহর কর্তৃত্ব পালন করবেন এবং শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবেন।

ধারা ২৫

খিলাফাহ হচ্ছে পারস্পরিক একটি চুক্তি। কাউকে এটি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়না এবং কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বেছে নেয়ার জন্য কাউকে শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

ধারা ২৬

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক(বালেগ), প্রকৃতস্থ মুসলিম নারী বা পুরুষের খলিফা নির্বাচন ও তাকে বাইয়াত দেবার অধিকার রয়েছে। অমুসলিমদের এ বিষয়ে কোন অধিকার নেই।

ধারা ২৭

খিলাফাহ'র চুক্তি যখন- যোগ্য ব্যক্তিবর্গের বাইয়াতের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে, বাকী লোকদের বাইয়াত হবে আনুগত্যের বাইয়াত চুক্তিমূলক বাইয়াত নয়। ফলত কারো মধ্যে বিরুদ্ধাচারণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলে তাকে অবশ্যই এই আনুগত্যের বাইয়াত প্রদানে বাধ্য করা হবে।

ধারা ২৮

মুসলিমদের নিয়োগ ব্যতীত কেউ খলিফা হতে পারবে না। কেউ খিলাফাহর কর্তৃত্ব দাবী করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শরীয়াহ অনুযায়ী হয়, যেমনটি ইসলামের অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ধারা ২৯

যে রাষ্ট্র খলিফাহকে চুক্তিমূলক বাইয়াত দেবে, তার নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হবে-

ক. রাষ্ট্রটি স্বাধীন হতে হবে এবং এর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে মুসলিমদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে, কোন কুফর রাষ্ট্রের উপর নয়।

খ. রাষ্ট্রের মুসলিমদের নিরাপত্তা, (Internally & externally) সম্পূর্ণরূপে ইসলামের সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে, কুফর শক্তির মাধ্যমে নয়।

পক্ষান্তরে, আনুগত্যের বাইয়াত যে কোন দেশের নিকট হতে নেয়া যেতে পারে; যাদের জন্য উপরোক্ত শর্তাবলী আবশ্যকীয় নয়।

ধারা ৩০

খলিফা হিসাবে বাইয়াত গ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে, ধারা ৩১ এ বর্ণিত মৌলিক শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। তার জন্য বিশেষ কোন শর্তপূরণবাধ্যতামূলক নয়।

ধারা ৩১

খলিফা হবার জন্য একজন ব্যক্তির নিম্নোক্ত মৌলিক শর্তাবলী পূরণ করতে হবে: পুরুষ, মুসলিম, স্বাধীন, বালেগ, সুস্থ মস্তিষ্ক এবং ন্যায়পরায়ন।

ধারা ৩২

যদি মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা বরখাস্ত করার কারণে খলিফার পদ শূন্য হয়ে যায় তবে তা শূন্য হবার তিন দিনের মধ্যে ঐ পদে নতুন খলিফা নিয়োগ দেয়া বাধ্যতামূলক।

ধারা ৩৩

নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় খলিফা নির্বাচিত হবেন।

ক. 'মজলিস উল উম্মাহ'র মুসলিম সদস্যগণ প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবেন। এই মনোনীত প্রার্থীদের নাম জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। মুসলিমদের এ প্রার্থীদের তালিকা থেকে একজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানানো হবে।

খ. নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে হবে। যে ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন, তার নাম জনগণের নিকট প্রকাশ করা হবে।

গ. মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে মনোনীত প্রার্থীকে খলিফা হিসাবে বাইয়াত(আনুগত্যের শপথ) দিতে হবে যিনি আল্লাহর কিতাব ও রসুলুল্লাহ(স:) এঁর সুন্নাহ প্রয়োগ করবেন।

ঘ. বাইয়াত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে, খলিফার নাম ঘোষিত হবে যাতে করে তার নিয়োগের সংবাদ গোটা উম্মাহর নিকট পৌঁছায়। তার নামের সাথে সাথে একটি বক্তব্য জারি করতে হবে যেখানে তার যোগ্যতার সকল শর্তাবলী পূরণের প্রমাণ থাকবে। এভাবে তিনি রাষ্ট্রের প্রধান হবার উপযুক্ত হবেন।

ধারা ৩৪

যদিও উম্মাহ খলিফাকে নিয়োগ দেবে, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী বাইয়াত সংঘটিত হবার পর খলিফাকে বরখাস্ত করার কোন অধিকার তার থাকবে না।

ধারা ৩৫

খলিফা হচ্ছেন রাষ্ট্র। তিনিই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা অধিকার করেন। কাজেই তার নিম্নোক্ত নির্বাহী ক্ষমতাগুলো রয়েছে-

ক. খলিফা আহকামে শারী'য়াহ বা শারী'য়াহ আইন গ্রহণ করবেন। তিনি যখন যা গ্রহণ করেন ও বাস্তবায়ন করেন, তখন তা আইনে পরিণত হয়। এগুলো বাধ্যতামূলক আইন হবে এবং কেউ অমান্য করতে পারবে না।

খ. রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির জন্য খলিফা দায়িত্বশীল হবেন; তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন এবং যে কোন যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি-চুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন 'চুক্তি' সম্পাদনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

গ. খলিফা'র বিদেশী দূত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা থাকবে। তিনি মুসলিম রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ দেন ও বরখাস্ত করেন।

ঘ. খলিফা তার সহকারীগণ ও ওয়ালীগণকে নিয়োগ ও প্রত্যাহার করতে পারবেন। তারা সবাই খলিফা ও 'মজলিস উল উম্মাহ'র কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ঙ. খলিফা 'কাদী আল কুদা'(সর্বোচ্চ/প্রধান বিচারক), সরকারী বিভাগগুলোর পরিচালক, সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার ও জেনারেল ইত্যাদি নিয়োগ দেন কিংবা বরখাস্ত করেন। তাদের সবার দায়বদ্ধতা খলিফার প্রতি, মজলিসে উম্মাহর প্রতি নয়।

চ. খলিফা শারী'য়াহর আলোকে রাষ্ট্রের বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং প্রত্যেক খাতের রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ করেন।

ধারা ৩৬

আহকাম শরীয়াহ গ্রহণের প্রক্রিয়ায়, খলিফা নিজেও আহকাম শরীয়াহ'র অধীন ও শরীয়াহ দ্বারা সীমাবদ্ধ। কাজেই খলিফা এমন কোন আইন গ্রহণ করতে পারেন না, যা যথাযথভাবে শরীয়াহ'র উৎস থেকে গৃহীত হয়নি। তিনি যে আইন গ্রহণ করেন এবং আইন গ্রহণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তার দ্বারা সীমাবদ্ধ। ফলত: তিনি তার গৃতীত পদ্ধতি বহির্ভূত বা এর সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি তার গৃহীত কোন আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন নির্দেশনা দিতে পারেন না।

ধারা ৩৭

নাগরিকদের বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে খলিফার নিজস্ব মতামত ও ইজতিহাদ অনুসরণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য 'মুবাহ' কাজগুলো গ্রহণ করতে পারেন। তিনি জনগণের মঙ্গলের দোহাই দিয়ে- কোন শরীয়াহ আইন ভঙ্গ করতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, তিনি রাষ্ট্রে শিল্প রক্ষার দোহাই দিয়ে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের কোন পণ্য আমাদানীতে বাধা দিতে পারেন না। ঠকানো রোধ করার দোহাই দিয়ে, তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে দিতে পারেন না। তিনি সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন না। এছাড়াও খলিফা লাভের কথা চিন্তা করে, কোন নারী বা অমুসলিম গভর্নর নিয়োগ দিতে পারেন না। খলিফা কোন হালাল কে নিষিদ্ধ কিংবা কোন হারামকে

আইন সিদ্ধ পরিবর্তিত হয় যে তিনি আর খলিফা থাকতে পারেন না, তৎক্ষনাৎ তাকে খলিফার পদ থেকে অপসারণ করা হবে।

ধারা ৩৯

তিনটি ক্ষেত্র/পরিস্থিতি রয়েছে, যা- খলিফার অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে যা তাকে অযোগ্য হিসাবে প্রমাণিত করবে। এগুলো হচ্ছে-

ক. যদি খলিফার কোন একটি মৌলিক বিষয় পরিবর্তিত হয়, যেমন যদি তিনি ইসলাম থেকে বের হয়ে যান, অপ্রকৃতস্থ হয়ে যান কিংবা ফিসক করেন (ফাসিক হয়ে যান) ইত্যাদি। এগুলো খলিফা'র চুক্তি ও তা বলবৎ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত।

খ. যদি তিনি কোন কারণে খলিফার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন।

গ. কোন ঘটনায় অক্ষম প্রমাণিত হলে, যেখানে খলিফা শরীয়াহ মোতাবেক উম্মাহর বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে অক্ষম। যদি খলিফা কোন শক্তির কাছে এমনভাবে নতি স্বীকার করেন যে, জনগণের বিষয়গুলো শরীয়াহ অনুযায়ী সমাধানের জন্য নিজের মতামত প্রকাশ করতে না পারেন, তবে তিনি যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা পালনে অক্ষম বলে বিবেচিত হবেন। কাজেই তিনি আর খলিফা থাকবেন না।

দুটি পরিপ্রক্ষিতে এ ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে,

১. যদি খলিফার কোন সহকারী, খলিফার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। যদি খলিফা তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হন তবে তাকে বরখাস্ত করা হবে। যদি শুরু থেকে দেখা যায়, তাদের প্রভাব থেকে খলিফার নিজেকে মুক্ত করার কোন সুযোগ নেই তবে তৎক্ষনাৎ তাকে বরখাস্ত করা হবে।

২. যখন খলিফা শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হন, সেটা প্রকৃতার্থে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া কিংবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, যাই হোক না কেন। এরূপ অবস্থাকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হবে। যদি এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাকে উদ্ধার করার সুযোগ থেকে থাকে তবে তাকে নির্দিষ্ট সময় দেয়া হবে। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, তাকে উদ্ধারের কোন আশা নেই, তবে তাকে বরখাস্ত করা হবে। যদি শুরু থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাকে উদ্ধারের কোন আশা নেই তবে তাকে তৎক্ষনাৎ বরখাস্ত করা হবে।

ধারা ৪০

শুধুমাত্র মাজালিমের আদালত এ ধরণের অবস্থা বিচার করে খলিফাকে বরখাস্তের আদেশ দিতে পারে। কেবলমাত্র মাজালিম আদালত খলিফাকে বরখাস্ত কিংবা সতর্ক করার কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করে।

প্রতিনিধিত্বমূলক সহকারী (মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ)

ধারা ৪১

খলিফা মুওয়াউদিন তাফউয়িদ নিয়োগ করেন যিনি শাসনের ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করার কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হন। খলিফা তাকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেন (নিজস্ব মতামত এবং ইজতিহাদ সহ)।

ধারা ৪২

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ হবার জন্য খলিফা হবার অনুরূপ যোগ্যতা প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে- পুরুষ, মুসলিম, পরিণত, প্রকৃতস্থ, স্বাধীন(মুক্ত) এবং ন্যায়পরায়ণ। এর সাথে তাকে প্রদত্ত কাজ পালনের যোগ্যতাও থাকতে হবে।

ধারা ৪৩

'মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ' নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন; যথাঃ খলিফার প্রতিনিধিত্ব করা ও শাসন সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করা। কাজেই একজন সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে খলিফাকে একটি বক্তব্য দিতে হবে, যেখানে তিনি বলবেন ''আমার পক্ষে আমি আপনাকে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করছি'' অথবা অন্য কোন বক্তব্য যেখানে তার প্রতিনিধিত্ব ও শাসন সংক্রান্ত সাধারণ দায়িত্ব সম্পর্কে পরিস্কার করা হবে। কোন ব্যক্তি যদি এ প্রক্রিয়ায় ডেপুটি হিসাবে নিযুক্ত হয়ে না থাকেন তবে তিনি ডেপুটি হিসাবে বিবেচিত হবেন না এবং তার অনুরূপ কোন কর্তৃত্বও থাকবেনা।

ধারা ৪৪

'মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ'এর কাজ হচ্ছে খলিফাকে তার কাজ ও তার ক্ষমতার মধ্যে সম্পাদিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করা। তার এটা করা উচিৎ কারণ তিনি দায়িত্বের দিক থেকে খলিফার সমান নন। কাজেই তার কাজ হচ্ছে খলিফার নিকট বিবরণী পেশ করা(রিপোর্ট করা) এবং তার প্রতি দেয়া আদেশগুলো কার্যকর করা।

ধারা ৪৫

'মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ'এর কাজ ও সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি খলিফার লক্ষ্য রাখা উচিৎ। খলিফা সঠিক কাজগুলোর অনুমোদন দেবেন এবং ভুলগুলো শুধরে দেবেন। এ কাজগুলো করা প্রয়োজন কারণ উম্মাহর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব খলিফার উপর অর্পিত এবং এটি ইজতিহাদের সাথে সম্পর্কিত।

ধারা ৪৬

যখন মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ খলিফার জ্ঞাতসারে কোন বিষয় পরিচালনা করবেন, তখন পরবর্তীতে সংশোধন ছাড়াই তিনি ঐ কাজ করতে পারবেন। যদি মুওয়াউয়িন তাফউয়িদের কোন কৃত-কাজকে খলিফা সংশোধন/পুনর্বিবেচনা করেন তখন নিুোক্ত শর্ত প্রযোজ্য হবে।

ক. যদি খলিফা কোন কাজে বা খরচে আপত্তি জানান এমন অবস্থায় যখন কাজটির ক্ষেত্রে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হয়েছে কিংবা খরচটি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন, তখন ডেপুটি গৃহীত সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হবে। কারণ কাজটি খলিফার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাযূজ্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে ডেপুটি সহকারীর তার প্রয়োগকৃত আইন কিংবা খরচকে শোধরানোর প্রয়োজন নেই।

খ. যদি ডেপুটি সহকারী অন্য কোন কিছু বাস্তবায়ন করে থাকেন যেমন কোন ওয়ালি নিয়োগ বা কোন স্থানে সেনা মোতায়েন, তখন খলিফার উক্ত সিদ্ধান্তকে বাতিল করা বা রদ করার অধিকার রয়েছে। কারণ এ সিদ্ধান্তসমূহ ঐ শ্রেণীতে পরে যেগুলো খলিফা তার নিজস্ব সিদ্ধান্তকেওদ পুনর্বিবেচনা বা সংশোধন করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ৪৭

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদের সাধারণ দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই তাকে কোন বিশেষ বিভাগ বা বিশেষ কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া উচিৎ নয়। তার প্রশাসনিক কাজে নিজেকে সরাসরি যুক্ত করা ছাড়াই তত্ত্বাবধান করা উচিৎ।

নির্বাহীসহকারী (মুওয়াউয়িন তানফিজ)

ধারা ৪৮

খলিফা মুওয়াউয়িন তানফিজ নিযুক্ত করেন। তার কাজ হচ্ছে কার্যনির্বাহ করা, শাসন নয়। তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন ও বিদেশী বিষয়গুলোতে খলিফার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন। এ বিষয়গুলোতে তিনি খলিফার কাছে এবং খলিফার কাছ থেকে বার্তা বহনের দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রশাসনিক কার্যালয়, খলিফা ও অন্যদের মাঝে একটি যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে।

ধারা ৪৯

মুওয়াউয়িন তানফিজ কে অবশ্যই একজন মুসলিম হতে হবে কারণ তিনি খলিফার একজন সহকারী।

ধারা ৫০

মুওয়াউয়িন তানফিজকেও মুওয়াউয়িন তাফউয়িদের অনুরূপ অবশ্যই খলিফার সরাসরি যোগাযোগের মধ্যে থাকতে হবে। অবশ্য মুওয়াউয়িন তানফিজ শুধুমাত্র নির্বাহী কার্যকলাপে সহকারী হিসাবে কাজ করবেন, শাসনে নয়।

আমির উল জিহাদ

ধারা ৫১

‘আমির উল জিহাদ’এর কার্যালয় চারটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ, সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনী, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ, এবং শিল্প। ‘আমির উল জিহাদ’ এ চারটি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক এবং পরিচালক।

ধারা ৫২

পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ- সকল পররাষ্ট্রীনীতি পরিচালনা করবেন যা খিলাফত রাষ্ট্র ও অপরাপর রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবে।

ধারা ৫৩

সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ- সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- পুলিশ, যন্ত্রপাতি, যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ, মিশন এবং অন্যান্য সঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপ। এর সাথে আরো অন্তর্ভূক্ত থাকবে সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সামরিক মিশন এবং সশস্ত্র বাহিনীর ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়। এটি যুদ্ধ ও এর প্রস্তুতি সংক্রান্ত যে কোন বিষয় দেখা শোনা করবে।

ধারা ৫৪

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ- রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। সশস্ত্র বাহিনী এ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তারা পুলিশ বাহিনীকে এ কাজের জন্য ব্যবহার করবেন।

ধারা ৫৫

শিল্প বিভাগ- শিল্প কারখানা সংক্রান্ত যে কোন নির্দেশনা প্রদান করবে। এ শিল্পের মাঝে ভারী শিল্প যেমন- মোটর, ইঞ্জিন এবং গাড়ীর চেসিস নির্মাণ, ধাতব শিল্প, তড়িৎ শিল্প, ইলেক্ট্রনিক্স এবং ব্যবহারযোগ্য শিল্প অন্তর্ভূক্ত। এটি যে সকল ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানা সামরিক নির্ভরপণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদেরও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে। যে কোন শিল্প কারখানা সামরিক নীতিমালার ভিত্তিতে স্থাপিত হবে।

সশস্ত্র বাহিনী

ধারা ৫৬

‘জিহাদ’ সকল মুসলিমের জন্য ফরজ। সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। পনেরো বছর বয়স্ক বা তদূর্ধ্ব প্রতিটি মুসলিম পুরুষের জন্য জিহাদের প্রস্তুতিমূলক সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। সেনাবাহিনীতে সক্রিয় ভূমিকা রাখা ‘ফরজে কিফায়া’।

ধারা ৫৭

সশস্ত্র বাহিনীর দু ধরণের সদস্য থাকবে। প্রথমতঃ যারা রাষ্ট্রের বাজেট থেকে বেতনভূক্ত এবং সক্রিয়ভাবে কার্যরত(On active duty) অর্থাৎ অন্যান্য কর্মচারীর অনুরূপ। এবং দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধে সক্ষম সকল মুসলিম নাগরিক(The reserves)।

ধারা ৫৮

সেনাবাহিনী- একটি একক বাহিনী। পুলিশ বিভাগ এর একটি শাখা, যারা বিশেষ শিক্ষার অধীনে, বিশেষ উপায়ে প্রশিক্ষিত- একটি সংগঠন।

ধারা ৫৯

পুলিশ বাহিনী- রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান এবং আইন প্রয়োগ করার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

ধারা ৬০

সশস্ত্র বাহিনীর নিজস্ব পতাকা ও ব্যানার থাকবে। খলিফা যাকে বাহিনীর অধিনায়ক(চীফ অব স্টাফ) হিসাবে নিয়োগ দেন, তার নিকট পতাকা প্রদান করবেন। ব্যানারসমূহ অন্যান্য বিভাগের অধিনায়কদের নিকট প্রদান করা হবে।

ধারা ৬১

খলিফা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক(কমান্ডার ইন চীফ)। তিনি বাহিনীর অধিনায়ক, প্রতিটি কর্পের জন্য জেনারেল ও ডিভিশনের জন্য ল্যাফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়োগ দেবেন। ব্রিগেডিয়ার ও মেজর জেনারেল বাকী পদসমূহে নিয়োগ দেবেন। কমিশন্ড অফিসারগণ তাদের স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী, বাহিনীর প্রধানদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

ধারা ৬২

সশস্ত্র বাহিনী একটি একক স্বত্তা। নির্দিষ্ট সামরিক ঘাঁটিতে তার বিভিন্ন ইউনিট অবস্থিত থাকবে। এদের মধ্যে কিছু ঘাঁটি বিভিন্ন 'উয়িলায়াত'(প্রদেশ) এ অবস্থিত থাকবে। কিছু ঘাঁটি কৌশলগত অবস্থানে এবং কিছু আক্রমণকারী শক্তি হিসাবে ভ্রাম্যমাণ থাকবে। এসব ঘাঁটি বিভিন্ন কাঠামোয়(Formations) গঠিত হবে। প্রতিটির একটি বিশেষ নাম্বার ও তার বিপরীতে নাম থাকবে, যেমন- প্রথম বাহিনী, দ্বিতীয় বাহিনী ইত্যাদি। কোন কোন বাহিনীর নাম সংশ্লিষ্ট 'উয়িলায়াত' বা 'ইমালা'(জিলা) এর নামে হতে পারে।

ধারা ৬৩

সশস্ত্র বাহিনীকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চমাত্রায় প্রশিক্ষিত করার সুযোগ করে দেয়া প্রয়োজন। এ বাহিনীর বুদ্ধিমত্তার মাত্রা যতোটা সম্ভব উচ্চমাত্রায় উন্নীত করা প্রয়োজন। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যে তারা প্রত্যেকেই ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

ধারা ৬৪

প্রতিটি ঘাঁটির যথেষ্ট পরিমাণ কমিশন্ড অফিসার থাকা প্রয়োজন যারা সর্বোচ্চ মাত্রার সামরিক জ্ঞানের অধিকারী এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যুদ্ধ পরিচালনায় অভিজ্ঞ। সামগ্রিকভাবে সশস্ত্র বাহিনীর যতবেশী সম্ভব কমিশন্ড অফিসার থাকা প্রয়োজন।

ধারা ৬৫

ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী হিসাবে, সশস্ত্র বাহিনীকে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হলে, তাকে যথেষ্ট পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ, সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি প্রদান করা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগ

ধারা ৬৬

বিচারকদের দেয়া রায়ই বিচার ক্ষমতা গঠন করে। এটি মানুষের মাঝে বিতর্ক অবসান করে, জনগোষ্ঠীর অধিকার হরণকারী কোন প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে এবং জনগণ ও সরকারের মাঝে কোন বিবাদকে নির্মূল করে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ, সরকারী ব্যক্তি, শাসক বা কর্মচারী যে হোক না কেন, অর্থাৎ সে খলিফা ও তার অধীনস্থ যে কোন ব্যক্তিই হোন না কেন, জনগণের সাথে যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদের ফয়সালা করবে।

ধারা ৬৭

খলিফা প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দেন। এই বিচারককে অবশ্যই একজন মুসলিম, পুরুষ, পরিণত, মুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তাকে অবশ্যই একজন বিচারক হতে হবে। প্রশাসনিক নিয়মের মধ্য থেকে তার একজন বিচারককে নিয়োগদান, বরখাস্ত করা কিংবা নিয়মানুবর্তী করার অধিকার রয়েছে। বাকী কর্মচারীগণ বিচার বিভাগের বিভিন্ন শাখা বা বিভাগের কার্যকলাপের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

ধারা ৬৮

ইসলামী রাষ্ট্রে তিন ধরণের বিচারক রয়েছে। কাদী আল খুসুমাত(যিনি জনগণের মাঝে লেনদেন ও শাস্তি সংক্রান্ত বিষয় মীমাংসা করেন), কাদী আল হিসবা(মুহতাসিব, যিনি জনসাধারণ্যে আইনভঙ্গের বিচার করেন), কাদী আল মুহকামাত আল মাজালিম(মাজালিম আদালতের বিচারক যিনি জনগণ ও সরকারী ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করেন)।

ধারা ৬৯

প্রতিটি বিচারককে অবশ্যই মুসলিম, পরিণত, স্বাধীন (মুক্ত), প্রকৃতস্থ, ন্যায়পরায়ণ এবং বিচারক হতে হবে। তাদের অবশ্যই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও পরিপ্রেক্ষিতে আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। মাজালিম আদালতের বিচারকের আরেকটি অতিরিক্ত গুণ থাকতে হবে, তা হচ্ছে- তাকে একজন পুরুষ মুজতাহিদ হতে হবে।

ধারা ৭০

'কাদী আল কুসুমাত' এবং 'মুহতাসিব'কে গোটা রাষ্ট্র জুড়ে বিচারের রায় প্রদানের জন্য সাধারণ নিয়োগ দেয়া যেতে পারে অথবা তাদের নিয়োগদান যেকোন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। মাজালিম আদালতের বিচারকদের নিয়োগদান কোন নির্দিষ্ট মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না, তবে তাদের নিয়োগ গোটা রাষ্ট্র জুড়ে বা একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

ধারা ৭১

প্রতিটি আদালতে একজন আবাসিক বিচারক থাকা প্রয়োজন যার বিচার করার ক্ষমতা থাকবে। এক বা একাধিক বিচারক তাকে সহায়তা করা কিংবা পরামর্শ দেয়ার জন্য তার সঙ্গী হতে পারেন। তাদের রায় ঘোষণার অধিকার থাকবে না এবং তাদের মতামত অনুসরণ করা আবাসিক বিচারকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

ধারা ৭২

আদালতের সেশন ছাড়া একজন বিচারক রায় ঘোষণা করতে পারেন না। স্বাক্ষী ও স্বাক্ষ্যপ্রমাণ কেবলমাত্র যথাযথ আদালতের সেশনের মাধ্যমেই বিবেচনা করা যাবে।

ধারা ৭৩

মামলার ভিন্নতার ক্ষেত্রে আদালতের মাত্রার(Levels of courts) ভিন্নতা থাকতে পারে। কিছু বিচারক কোন এক নির্দিষ্ট মাত্রায় বিশেষ কিছু মামলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে পারেন এবং অন্য আদালতের বিচারকগণ অন্যান্য মামলা বিচার করতে পারেন।

ধারা ৭৪

আপিল বা খারিজ এর জন্য কোন আদালত থাকবে না। প্রতিটি বিচারই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। যখন কোন বিচারক রায় ঘোষণা করবেন, ততক্ষনাৎ এটি বাস্তবায়নযোগ্য। অন্য কোন বিচারকের রায় এ সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

ধারা ৭৫

'মুহতাসিব' হচ্ছে এমন একজন বিচারক, যিনি জনসাধারণ্যে আইনভঙ্গের বিচার করেন এবং যেখানে কোন বাদী(আবেদনকারী) নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই মামলাটি মারাত্মক(Felonies) বা হুদুদ সম্পর্কিত নয়।

ধারা ৭৬

যখন এবং যেখানেই আইন লংঘন হবে ততক্ষণাৎ 'মুহতাসিব' এর তা বিচারের ক্ষমতা রয়েছে। তার রায় ঘোষণার জন্য কোন আদালতের প্রয়োজন নেই। 'মুহতাসিব'র অধিকারে কিছু সংখ্যক পুলিশ থাকবে যারা তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন এবং ততক্ষণাৎ বিচারের রায় কার্যকর করবেন।

ধারা ৭৭

'মুহতাসিব'র তার সহকারী নিয়োগদানের ক্ষমতা রয়েছে। এ সহকারীর 'মুহতাসিব'-অনুরূপ যোগ্যতা থাকতে হবে। তিনি তাদের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ দিতে পারেন। এ সকল সহকারীর, তাদের জন্য নির্ধারিত 'মামলা' ও 'স্থানে' মুহতাসিবের সমান অধিকার থাকবে (তাদের সীমার মধ্যে)।

ধারা ৭৮

'মাজালিম আদালত'এর বিচারক- খলিফা বা সরকারী কর্মচারীদের যে কোন অন্যায় কাজ প্রতিকার/বিচার করার দায়িত্বে নিয়োগপ্রাপ্ত। খলিফা, শাসকবৃন্দ কিংবা যে কোন সরকারী কর্মচারী, রাষ্ট্রের অধিবাসী নাগরিক কিংবা অনাগরিক, যে কোন ব্যক্তির প্রতি- যে কোন প্রকার অন্যায়ের বিচার করার দায়িত্ব 'মাজালিম আদালত'এর বিচারকের।

ধারা ৭৯

'মাজালিম আদালত'এর বিচারকবর্গ খলিফা কিংবা প্রধান বিচারক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। খলিফা তার কাজের মূল্যায়ন করেন এবং তাকে নিয়মানুবর্তী করেন। যদি প্রয়োজন হয় এবং খলিফা যদি যথাযথ কর্তৃত্ব দিয়ে থাকেন, তবে এটি 'মাজালিম আদালত'এর দ্বারাও হতে পারে।

অবশ্য যদি কোন মামলায় খলিফা, তার সহকারী কিংবা প্রধান বিচারপতি জড়িত থাকেন তবে তারা ঐ সময় 'মাজালিম আদালত'এর বিচারককে বরখাস্ত করতে পারবেন না।

ধারা ৮০

'মাজালিম আদালত'এ নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচারকের সংখ্যার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। খলিফা অন্যায় প্রতিকার করার জন্য যত সংখ্যক বিচারক প্রয়োজন, ততজন বিচারকের নিয়োগ দিতে পারেন। যদিও কোন বিচারিক সেশনে- একাধিক বিচারক উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু একজন বিচারকেরই রায় দেবার অধিকার থাকবে। বাকী বিচারকগণ আলোচনা বা পরামর্শ দিতে পারেন মাত্র। তাদের পরামর্শ বিচারকের রায়ের ক্ষেত্রে, বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে না।

ধারা ৮১

'মাজালিম আদালত'এর- খলিফাসহ যে কোন শাসক, গভর্ণর অথবা সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ৮২

'মাজালিম আদালত'এর- সরকারী কর্মচারীর সাথে সম্পর্কিত যে কোন মামলা কিংবা খলিফার 'আহকাম শরীয়াহ' লংঘনের বিষয়ে তদন্ত করার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও 'মাজালিম আদালত'এর- খলিফার কোন 'শরীয়াহ খুতবা'র ব্যাখ্যা, সংবিধানে আইন সংক্রান্ত লিপি কিংবা কানুনের বিষয়ে তদন্ত করার অধিকার রয়েছে(The courts also oversees situations involving levying of a tax)।

ধারা ৮৩

'মাজালিম আদালত'এর- বিচারকের, একটি আদালত সেশনের প্রয়োজন নেই। বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করার বাধ্যবাধকতা নেই, বিধায় মামলার কোন বাদীরও প্রয়োজন নেই। 'মাজালিম আদালত'এর

যে কোন অবিচারের প্রতি লক্ষ্য করা ও বিচারের অধিকার রয়েছে, যদিও কোন ব্যক্তি এ বিষয়টি আদালতে না এনে থাকেন।

ধারা ৮৪

প্রতিটি বিবাদী এবং বাদীর একজন প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার রয়েছে। এ প্রতিনিধি একজন পুরুষ বা নারী, মুসলিম কিংবা অমুসলিম হতে পারেন। তার এবং তার প্রতিনিধির মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না(The proxy can be appointed with a wage agreed upon between the person and his/her proxy)।

ধারা ৮৫

কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত দায়িত্বপ্রাপ্ত(Private assignment) হলে, যেমন কার্যনির্বাহক(Exicutor), রক্ষণাবেক্ষণকারী(Custodian) বা অভিভাবক(Guardian); অথবা কোন বিষয়ে পাবলিক দায়িত্বপ্রাপ্ত(Public assignment) হলে, যেমন খলিফা, শাসক বা সরকারী কর্মচারী, একজন মাজালিম বিচারক অথবা মুহতাসিব- তিনি তার পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। তবে তাকে অবশ্যই উল্লেখিত ক্ষমতার গন্ডীর ভিতর থাকতে হবে- অর্থাৎ তিনি একজন কার্যনির্বাহক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, অভিভাবক, রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক, কর্মচারী, মাজালিম বিচারক অথবা একজন মুহতাসিব হিসাবে তার পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। বাদী বা বিবাদী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিনিধি নিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

প্রাদেশিক ওয়ালি

ধারা ৮৬

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্গত অঞ্চল কতগুলো এককে(Units) বিভক্ত, এগুলো হচ্ছে উয়িলায়াত বা প্রদেশ। প্রতিটি উয়িলায়াহ আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত, যথা- 'ইমালাত'(জেলা)। যিনি উয়িলায়াত পরিচালনা করেন, তিনি ওয়ালি বা আমির। এবং যিনি 'ইমালাহ' পরিচালনা করেন তিনি 'আমিল'(সাব-গভর্ণর)।

ধারা ৮৭

খলিফা 'ওয়ালি' এবং 'আমিল' নিয়োগ দেন। 'ওয়ালি' যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, তবে তিনি 'আমিল' নিয়োগ দিতে পারেন। 'ওয়ালি' এবং 'আমিল' হবার জন্য 'খলিফাহ'র অনুরূপ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। তাদের অবশ্যই মুসলিম, পুরুষ, মুক্ত(স্বাধীন), প্রকৃতস্থ, ন্যায়পরায়ণ এবং প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। স্ব স্ব দায়িত্বে অবশ্যই তাদের দায়িত্বশীল হতে হবে। তাদেরকে পরহেজগার ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে নিয়োগ করতে হবে এবং তা হতে হবে চূড়ান্ত।

ধারা ৮৮

ওয়ালিগণ খলিফার প্রতিনিধি হিসাবে তাদের অধীনস্থ প্রদেশের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের মূল্যায়ণ, শাসন ও তত্ত্বাবধান করার কর্তৃত্ব রয়েছে। প্রদেশের ওয়ালিগণের রাষ্ট্রের নিয়োগপ্রাপ্ত 'মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ'র (ডেপুটি সহকারীদের) অনুরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। অর্থ, বিচার বিভাগ এবং সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া, প্রদেশের জনগণের উপর তার আদেশ দেবার অধিকার ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে। অবশ্য তার পুলিশের উপর নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে, প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়।

ধারা ৮৯

ওয়ালি তার ক্ষমতার মধ্যে থেকে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন তা খলিফাকে জানাতে বাধ্য নন। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে তা করতে পারেন। কিন্তু যদি কোন নতুন ও অসাধারণ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তার পূর্বেই খলিফাকে জানানো উচিৎ। এরপর তিনি খলিফার নির্দেশনা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের অগ্রসর হতে পারেন। যদি অপেক্ষার ফলে কোন ক্ষতির আশংকা থাকে তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পর তিনি খলিফাকে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং তার গৃহীত পদক্ষেপ ও পূর্বে না জানানোর কারণ ব্যাখ্যা করবেন।

ধারা ৯০

প্রতিটি প্রদেশের তার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এক সংসদ থাকবে যার শীর্ষে থাকবেন উক্ত প্রদেশের ওয়ালি। এ সংসদের প্রশাসনিক বিষয়ে মতামত দেয়ার অধিকার থাকবে, কিন্তু শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে নয়। সংসদের এ সকল মতামত ওয়ালি মানতে বাধ্য নন।

ধারা ৯১

কোন একটি নির্দিষ্ট প্রদেশের ওয়ালির কার্যালয়ে তার উপস্থিতির সময়সীমা খুব দীর্ঘ হবে না। যখনই তার অবস্থান শক্ত হবে কিংবা জনগণ তাকে প্রশংসা করতে থাকবে, তখনই উক্ত স্থান থেকে তাকে অপসারিত করা হবে।

ধারা ৯২

'ওয়ালি'র নিয়োগ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ও সাধারণ দায়িত্বের অন্তর্গত। 'ওয়ালি' এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত হবেন না। তাকে প্রথমে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হবে এবং তারপর প্রয়োজন বোধে তাকে অন্যত্র পুন:নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

ধারা ৯৩

খলিফা ইচ্ছা করলে কিংবা 'মজলিস উল উম্মাহ' অসন্তোষ প্রকাশ করলে, খলিফা ওয়ালিকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তা যথাযথ কিনা অথবা অধিকাংশ লোক তার প্রতি অসন্তুষ্ট কি না, তা বিবেচ্য নয়। যেকোন ঘটনায়ই অব্যাহতি বা বরখাস্তের আদেশ খলিফার নিকট থেকে আসতে হবে।

ধারা ৯৪

খলিফার 'ওয়ালি'দের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিৎ। খলিফার পর্যায়ক্রমে তাদের ('ওয়ালি'দের) সাফল্য/কৃতিত্ব মূল্যায়ণ করবেন (Assign people to periodically check on them) এবং তার ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগতভাবে 'ওয়ালি'দের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। খলিফার 'ওয়ালি'দের বিরুদ্ধে জনগণের কোন অভিযোগ বা মতামত থাকলে তা নিয়মিত শোনবেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ধারা ৯৫

ইসলামী সরকারের(খিলাফত) বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রশাসন, দপ্তর (ব্যুরো) ও বিভাগ সমূহ সম্পাদন করবে। এসকল প্রতিষ্ঠান- সরকারের দায়িত্ব পালন করেন এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করেন।

ধারা ৯৬

প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণীত হবে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সারল্য, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার উপর ভিত্তি করে এবং যারা এ কাজটি বাস্তবায়ন করবেন তাদের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে।

ধারা ৯৭

যে কোন যোগ্য নাগরিক, পুরুষ বা নারী, মুসলিম বা অমুসলিম, যে কোন প্রশাসন, ব্যুরো বা বিভাগের সচিব নিযুক্ত হতে পারেন।

ধারা ৯৮

সকল প্রশাসনের একজন পরিচালক থাকবেন। প্রতিটি ব্যুরো ও বিভাগের একজন বিভাগীয় প্রধান থাকবেন। বিভাগীয় প্রধানগণ প্রশাসনিক বিষয়ের পরিচালকের নিকট তথ্য বিবরণী(Report) পেশ করবেন। এরা আবার প্রত্যেক্যেই প্রশাসনিক অধ্যাদেশ বা জন-আদেশভেদে 'ওয়ালি' বা 'আমিল' এর নিকট দায়বদ্ধ।

ধারা ৯৯

পরিচালকবৃন্দ, কার্যালয় সমূহ, এবং বিভাগীয় প্রধানগণ প্রশাসনিক নিয়মকানুন সংক্রান্ত বিষয়ের কারণে বরখাস্ত হতে পারেন। তাদের একস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা বা সাময়িক বরখাস্ত করার অনুমতি রয়েছে। প্রতিটি প্রমাসনের, ব্যুরো অথবা বিভাগের প্রধান হিসাবে যার চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে, তিনি এসকল পরিচালকবৃন্দের নিয়োগ, বরখাস্ত, স্থানান্তর, সাময়িক বরখাস্ত এবং নিয়মানুবর্তী করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ১০০

প্রশাসন বা ব্যুরো প্রধান ব্যতীত সরকারী চাকুরীজীবিদের(Civil servents) নিয়োগ, স্থানান্তর, সাময়িক বরখাস্ত, কৈফিয়ত(প্রশ্নবিদ্ধকরণ), নিয়মানুবর্তী অথবা বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে প্রশাসনিক বা বিভাগীয় পরিচালকবৃন্দের।

মজলিস উল উম্মাহ

ধারা ১০১

'মজলিস উল উম্মাহ' এমন সব ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে, যারা যখন জিজ্ঞাসিত হবেন, তখন মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী খলিফার নিকট প্রকাশ করবেন। অমুসলিমগণও 'মজলিস উল উম্মাহ'র সদস্য হতে পারবেন; ফলে তারা তাদের উপর সংঘটিত কোন অবিচার কিংবা ইসলামী আইনের কোন অপব্যবহার সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।

ধারা ১০২

'মজলিস উল উম্মাহ'র সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

ধারা ১০৩

প্রতিটি নাগরিকের 'মজলিস উল উম্মাহ' সদস্য হবার যোগ্যতা রয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে পরিণত, প্রকৃতস্থ হতে হবে। এটি মুসলিম, অমুসলিম, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে প্রযোজ্য। অবশ্য অমুসলিমদের সদস্যপদ তাদের বিরুদ্ধে সংগটিত কোন অবিচার বা ইসলামী আইনের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ধারা ১০৪

'শুরা' হচ্ছে যে কোন মতামত প্রকাশের অনুরোধ মাত্র। 'মাশুরা' একটি বাধ্যতামূলক মতামতের অনুরোধ। আইনপ্রনয়ন সংক্রান্ত বিষয়, সজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় যেমন- তথ্যের পরীক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 'মাশুরা'র অন্তর্ভূক্ত নয়। বাকী সকল বিষয় মাশুরার অন্তর্গত।

ধারা ১০৫

মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিক তাদের মতামত/দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু 'শুরা' কেবলমাত্র মুসলিমদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ধারা ১০৬

'মাশুরা'র অন্তর্গত প্রতিটি ইস্যুই সঠিক বা ভ্রান্ত যাই হোক না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। শুরার সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ যাই হোক না কেন, সঠিক মতামতটি খোঁজার চেষ্টা করা হবে।

ধারা ১০৭

মাজলিস উল উম্মাহ চার বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এগুলো হচ্ছে-

(১)

ক. মাশুরার অন্তর্গত বিষয়, যথা শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে মাজলিসের মতামত অনুসরণ করতে হবে। অন্যান্য বিষয় যেমন পররাষ্ট্র নীতি, অর্থসংস্থান (ফিনান্স) এবং সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে মজরিস উল উম্মাহর মতামত অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়।

খ. সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপ বিষয়ে প্রশ্ন করা, তা আভ্যন্তরীণ কিংবা বহিস্থ ব্যাপার হোক বা অর্থসংস্থান বা সামরিক বিষয়ই হোক না কেন। যে সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, সে সব স্থানে মজলিস উল উম্মাহর মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক। যে সকল স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত চাওয়া হয়না, সে সকল স্থানে মজলিসের দৃষ্টিভঙ্গী বাধ্যতামূলক নয়। কোন বিষয়ে শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে মজলিস উল উম্মাহ ও শাসকবৃন্দ মতানৈক্যে উপনীত হলে, মাহকামাতুল মাজালিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(২) মজলিস উল উম্মাহ খলিফার নিকট তাদের গভর্ণর ও সহকারীদের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মজলিসের মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক। খলিফা তৎক্ষণাৎ তাদের বরখাস্ত করবেন।

(৩) খলিফার গৃহীত আইন, সংবিধান ও নির্দেশনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা ও প্রকাশ করার জন্য খলিফা মজলিসের সাথে আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। অবশ্য শুধুমাত্র মুসলিম সদস্যদের এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের অধিকার থাকবে।

(৪) মজলিসের মুসলিম সদস্যদের খলিফাহ পদে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার বিশেষ ক্ষমতা থাকবে। কোন প্রার্থীই মজলিসের মনোনয়ন ব্যতীত প্রার্থীতায় দাড়াতে পারবে না। এক্ষেত্রে মজলিসের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

সামাজিক ব্যবস্থা

ধারা ১০৮

একজন নারী প্রধানত একজন মা ও গৃহবধু। তিনি একজন মর্যাদার পাত্র এবং তাকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখা বাধ্যতামূলক।

ধারা ১০৯

পুরুষ এবং নারীকে মৌলিকভাবে পৃথক রাখা উচিৎ। শরীয়াহ অনুমোদিত প্রয়োজন ব্যতীরেকে তাদের মেলামেশা করা অনুচিত। মেলামেশার ক্ষেত্রে শরীয়াহ অনুমোদিত কারণ থাকতে হবে, যেমন ক্রয়-বিক্রয় এবং হজ্জ।

ধারা ১১০

নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে প্রদত্ত কিছু ব্যতিক্রমী বিশেষ অধিকার ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব সমান। এ ধরণের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে শরীয়াহর প্রমাণ থাকতে হবে। নারীর ব্যবসা, খামার, শিল্প, চুক্তি করা, ব্যবসায়িক 'লেনদেন চুক্তি' করা, সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি অর্জন করা, তার কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজস্ব অর্থ লগ্নীকরণ এবং জীবনের সকল বিষয় পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ১১১

নারীরা খলিফাকে বাইয়াত দেবার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। তারা 'মজলিস উল উম্মাহ'র সদস্য হতে পারে। তারা রাষ্ট্রের কর্মচারীও নিযুক্ত হতে পারে।

ধারা ১১২

একজন নারীর জন্য 'শাসন দায়িত্ব' গ্রহণ করার অনুমতি নেই। একজন নারী- খলিফা, ওয়ালি, আমিল এর পদ গ্রহণ করতে পারবেন না এবং তিনি শাসন কাজ কিংবা অনুরূপ কোন কাজ করতে পারবেন না।

ধারা ১১৩

জনসমক্ষে ও ব্যক্তিগত জীবনের উভয়ক্ষেত্রেই নারীর কার্যক্রম রয়েছে। জনসমক্ষে নারীরা অন্য নারী, 'মাহরিম' পুরুষ এবং অন্য পুরুষদের সামনে উপস্থিত হতে পারে; উল্লেখ্য যে, তাদের মুখমন্ডল ও হাত ব্যতীত শরীরের কোন অংশই প্রকাশিত হবে না। 'প্ররোচণা সুলভ' আচরণ বা পোষাক অনুমিত নয়। ব্যক্তিগত জীবনে, নারীরা অন্য নারী কিংবা মাহরিম পুরুষের সাথে বসবাস করতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই শরীয়াহর আইন মেনে চলতে হবে।

ধারা ১১৪

একজন 'গাইর-মাহরিম' পুরুষ ও একজন নারী কোন 'মাহরিম' ব্যতীত নির্জনে(খুলওয়া) থাকা অনুমিত নয়। 'তাবারুজ', সাজ-সজ্জা(মেকআপ) এবং সেসব পোষাক যা- অন্য পুরুষকে আবেদন/আকর্ষণ করে কিংবা শরীরের অংশ প্রকাশ করে তা, 'গাইর-মাহরিম' পুরুষের সামনে পরিধান করার অনুমতি নেই।

ধারা ১১৫

পুরুষ ও নারীর একত্রে এমন কোন কাজ বা পেশা গ্রহণ করা উচিৎ নয় যা সমাজের মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে কিংবা সমাজে অবক্ষয় সৃষ্টি করে।

ধারা ১১৬

বিবাহ হচ্ছে প্রশান্তি ও সাহচর্যীয় জীবন। কাজেই স্ত্রীর প্রতি একজন স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে- দেখাশুনা করা ও যত্ন করা(Take care), শাসন নয়। স্ত্রীকে অনুগত হওয়া ও স্বামীকে ভরণপোষণ(রিজিক) তালাশ করার(Provide) দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ধারা ১১৭

স্বামী ও স্ত্রীর সাংসারিক কাজ সম্পন্নের ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক। স্বামী গৃহের বাইরে সকল কাজ(পরিবারের) করবেন। স্ত্রী সাধারণত তার সাধ্যমত গৃহের অভ্যন্তরে সম্পাদিত কাজগুলোর দায়িত্ব নেবেন। স্ত্রীর জন্য দুরূহ কাজে তাকে সাহায্যে, স্বামীকে প্রয়োজন অনুসারে একজন গৃহ-পরিচারিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা ১১৮

শিশুদের সংরক্ষণ(Custody), মুসলিম বা অমুসলিম নির্বিশেষে, একটি মায়ের অধিকার ও দায়িত্ব। এবং এটি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুটির তার মাকে প্রয়োজন। যখন শিশুর (ছেলে বা মেয়ে) যত্নের প্রয়োজন হবেনা, তখন তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী অভিভাবকদের সাথে বসবাস করতে পারে। এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন উভয় অভিভাবকই মুসলিম। যদি অভিভাবকদের একজন মুসলিম ও অপরজন অমুসলিম হয়, তবে শিশুটিকে মুসলিম অভিভাবকদের সাথে বসবাস করতে হবে এবং এক্ষেত্রে অন্য কোন সুযোগ নেই।

ধারা ১১৯

Economic policy is athe view of what the society ought to be when addressing the satisfaction of its needs. Therefore what the society ought to be is taken as the basis for satisfying the needs.

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ধারা ১২০

অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে সকল নাগরিকের নিকট সম্পদ (ফান্ড) ও লাভের বন্টন; যাতে করে তারা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যার জন্য তারা কাজ করে।

ধারা ১২১

ইসলামী রাষ্ট্র(খিলাফত) অবশ্যই প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক চাহিদার সামগ্রিক পরিপূর্ণতার নিশ্চয়তা দিতে দিয়ে থাকে। রাষ্ট্রকে প্রতিটি ব্যক্তির বিলাসের ক্ষেত্রে, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় তুষ্টির সুযোগ করে দিয়ে থাকে।

ধারা ১২২

সম্পদের মালিক আল্লাহ। তিনি মানুষকে এটি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। তার অনুমতিক্রমে মানুষের সম্পদ অর্জনের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্পদ অর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন। এই বিশেষ অনুমতির সুযোগে ব্যক্তি সম্পদ অর্জন করতে পারে।

ধারা ১২৩

তিন ধরণের মালিকানা রয়েছে। যথা: ব্যক্তি মালিকানা, জন মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

ধারা ১২৪

ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে হুকুম শরঈ রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে, ব্যক্তি তার অধিগৃহীত বস্তু বা লাভ সুবিধাজনক যে কোন উপায়ে তা বিক্রি বা ব্যবহার করতে পারে।

ধারা ১২৫

জন মালিকানাধীন সম্পদ হচ্ছে জনগোষ্ঠী কর্তৃক অধিকৃত বস্তুর সুফল ভোগ ও ব্যবহারের শরঈ অনুমতি।

ধারা ১২৬

প্রতিটি সম্পদ যার ব্যাপারে শুধুমাত্র খলিফার ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, তা রাষ্ট্রের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত। যথাঃ সাধারণ কর, খারাজ এবং জিযিয়া-লব্ধ সম্পদ।

ধারা ১২৭

ব্যক্তি মালিকানাধীন তরল(Liquid) ও নির্দিষ্ট(Fixed) সম্পদ অর্জন নিম্নলিখিত শরীয়াহ কারণ দ্বারা সীমিত।

ক. কাজ
খ. উত্তরাধিকার
গ. অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান
ঘ. রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে নাগরিকের প্রতি অনুদান
ঙ. কোন প্রচেষ্টা ছাড়া ব্যক্তির অর্জিত সম্পত্তি

ধারা ১২৮

সম্পদের ব্যবহার শরীয়াহর অনুমতি দ্বারা সীমিত। এটি খরচ ও লগ্নীকরণ উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অপচয়, অপব্যয় এবং কৃপণতা নিষিদ্ধ। পুঁজিবাদী কোম্পানী, কো-অপারেটিভ এবং সকল প্রকার অনৈতিক লেনদেন যথা 'রিবা'(সুদ), জালিয়াত, একচ্ছত্র অধিপতি(মনোপলি), জুয়া এবং অনুরূপ লেনদেন নিষিদ্ধ।

ধারা ১২৯

'আল উশরিয়াহ' ভূমি হচ্ছে আরব বদ্বীপ ও যে সকল ভূমির অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে। 'আল খারাইজ' ভূমি হচ্ছে আরব বদ্বীপ ব্যতিত অন্যান্য ভূমি যা রাষ্ট্র জিহাদ বা শান্তিচুক্তির মাধ্যমে অধিগ্রহণ করেছে। 'আল উশিরিয়াহ' ভূমি ও তার লাভ ব্যক্তির মালিকানার অন্তর্ভূক্ত। আল খারাইজ ভূমি- রাষ্ট্রের মালিকানাধীন, ব্যক্তি এর সুফল ভোগ করে থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির শরীয়াহ চুক্তির মাধ্যমে 'আল উশরিয়াহ' ভূমি ও 'আল খারাইজ' ভূমির সুফল বিনিময় করার অধিকার রয়েছে। অন্যান্য সম্পত্তির মত, এসকল সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার রয়েছে।

ধারা ১৩০

যে কোন ব্যক্তি সীমানা প্রাচীর বা চিহ্নিতকরণের ঘোষণার মাধ্যমে পতিত ভূমির পুন:মালিকানা দাবী করতে পারে। অন্যান্য ভূমিগুলো কেবলমাত্র শরীয়াহ অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা যায়। যেমন উত্তরাধিকার, ক্রয়-বিক্রয় অথবা রাষ্ট্র থেকে অনুদানপ্রাপ্ত সূত্রে।

ধারা ১৩১

আল উশরিয়াহ কিম্বা আল খারাইজ ভূমি, চাষাবাদের জন্য বর্গা দেয়া নিষিদ্ধ। গাছ বপন করা জমির(Share cropping) অনুমতি রয়েছে। অন্য কোন ভূমির(Share cropping) অনুমতি নেই।

ধারা ১৩২

প্রতিটি জমির মালিকের তার জমির যথার্থ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। এ কাজের জন্য অভাবী ব্যক্তিদের বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া হয়। কেউ যদি তার জমি তিনবছরের অধিক ব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখে তবে তার নিকট হতে তা নিয়ে অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হয়।

ধারা ১৩৩

নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় জনমালিকানা নিশ্চিত করে:

ক. সর্ব সাধারণের সেবামূলক স্থান, যথা শহরের উন্মুক্ত স্থান (স্কয়ার), রাস্তাঘাট ও সেতু (ব্রীজ)

খ. খনিজ সম্পদ, যেমন তৈল ক্ষেত্র

গ. যে সকল বস্তু প্রকৃতিগতভাবেই ব্যক্তিমালিনাধীন হবার অনুপযুক্ত, যথা- নদী

ধারা ১৩৪

কারখানাগুলো সাধারণভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন। অবশ্য প্রতিটি কারখানা পণ্য উৎপাদনের নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদি উৎপাদিত পণ্যগুলো হয় ব্যক্তি মালিকানাধীন, তবে কারখানাটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বলে বিবেচিত হবে, যথা: একটি বস্ত্র/সুতা কারখানা। যদি উৎপাদিত পণ্যগুলো জনমালিকানাধীন হয়, যেমন- লৌহ নিষ্কাশন শিল্প, তবে তা জনমালিকানাধীন হিসাবে বিবেচিত হবে।

ধারা ১৩৫

ইসলামী রাষ্ট্রের(খিলাফত) ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদকে জনমালিকানাধীন সম্পদে পরিণত করার কোন অধিকার নেই। কারণ, জনমালিকানাধীন সম্পদ তার প্রকৃতি ও গুণাবলীর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে নয়।

ধারা ১৩৬

জনমালিকাধীন সম্পদ থেকে প্রতিটি ব্যক্তির সুফল ভোগ করার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিককে বাদ দিয়ে কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গকে জনমালিকানাধীন সম্পদ ব্যবহার কিংবা অধিকার করার অনুমতি দেয়ার অধিকার নেই।

ধারা ১৩৭

জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র- যে কোন মালিকানাহীন জমিকে নিজের বলে দাবী করতে পারে। যেমন- পতিত জমি অথবা অন্য কোন জনমালিকানাধীন সম্পত্তি।

ধারা ১৩৮

সম্পদের পূঞ্জীভূতকরণ নিষিদ্ধ, যদিও বা তার উপর যাকাত দেয়া হয়।

ধারা ১৩৯

শরীয়াহ নির্ধারিত উপায়ে মুসলিমদের সম্পদের উপর থেকে যাকাত আদায় করা হয় (যথা: অর্থ, মালপত্র, প্রাণীজ সম্পদ এবং শস্য)। শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত নয়, এমন কোন বিষয়ের উপর যাকাত নেয়া হয় না।

যাকাত প্রতিটি মালিকের কাছ থেকে আদায় করা হয়, যে আইনত দায়বদ্ধ (পরিণত ও প্রকৃতস্থ) হোক কিংবা না হোক (অপরিণত ও অপ্রকৃতস্থ)। এটি ‘বাইতুল মাল’এর একটি ‘বিশেষ হিসাবে’ জমা করা হয়। যাকাত শুধুমাত্র কুরআনে বর্ণিত আটটি খাতগুলোর একটি বা একাধিক খাতে ব্যয় করা যায়।

ধারা ১৪০

‘জিযিয়া’ আদায় করা হয় জিম্মিদের নিকট থেকে। এটি পরিণত পুরুষদের নিকট থেকে নেয়া হয়, যদি তারা অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হয়। এটি নারী কিংবা শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

ধারা ১৪১

‘খারাজ’ (ভূমি-কর) ‘আল খারাইজ’ ভূমি থেকে এর শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়। ‘আল উশরিয়া’ জমির উৎপাদনের উপর ‘যাকাত’ দেয়া হয়।

ধারা ১৪২

মুসলিমরা শরীয়াহ অনুমোদিত কর দিয়ে থাকে যা ‘বাইতুল মাল’এর খরচ মিটানোর জন্য ব্যয় হয়। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রয়োজনের চাইতে অতিরিক্ত সম্পদের উপর আরোপ করা হয়। এ করের মাত্রা রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে হবে। অমুসলিমগণ ‘জিযিয়া’ ছাড়া অন্য কোনরূপ কর দেয় না।

ধারা ১৪৩

যদি শরীয়াহ’র দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নির্দিষ্ট কাজ- উম্মাহর উপর দায়িত্ব হয়ে পড়ে এবং উক্ত কাজ করার জন্য ‘বাইতুল মাল’এ অর্থ না থাকে, তবে শরীয়াহ’র দৃষ্টিতে এ অর্থের যোগান দেয়ার দায়িত্ব- উম্মাহর উপর বর্তায়। এমতাবস্থায়, রাষ্ট্রের উম্মাহর উপর বিশেষ কর ধার্য্য করার অধিকার রয়েছে। যদি উম্মাহর এ কাজ করার ‘আইন’গত দায়িত্ব না থাকে তবে রাষ্ট্রের উম্মাহর উপর কর আরোপ করার কোন অধিকার নেই। কাজেই রাষ্ট্রের আদালত কিংবা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ কিংবা সরকারী কোন কাজের খরচ মেটানোর জন্য উম্মাহর নিকট কর ধার্য করতে পারে না।

ধারা ১৪৪

ইসলামী রাষ্ট্রের(খিলাফত) বাজেটের জন্য আহকাম শরীয়াহ নির্ধারিত কতগুলো স্থায়ী উৎস রয়েছে। বাজেট আবার(Various) বিভাগে বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এবং প্রতিটি কাজের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট; উভয়ই খলিফার মতামত ও ‘ইজতিহাদ’এর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

ধারা ১৪৫

বাইতুল মালের স্থায়ী রাজস্বগুলো হচ্ছে- ফায়, বিজয়-লব্ধ মাল, জিযিয়া, খারাজ, ‘রিকাজ’এর এক পঞ্চমাংশ(ভূগর্ভস্থ সম্পদ), এবং যাকাত। প্রয়োজন থাক বা না থাক, এ সকল উৎস থেকে নিয়মিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

ধারা ১৪৬

যদি বাইতুল মালের স্থায়ী রাজস্ব, রাষ্ট্রের খরচ মিটানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হয়, তবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কর ধার্যের অনুমতি রয়েছেঃ

ক. দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটকদের প্রয়োজন মিটাতে এবং জিহাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে।

খ. পারিতোষিক: যেমন কর্মচারীদের বেতন, শাসকের ক্ষতিপূরণ, সৈনিকদের খাদ্য ইত্যাদি।

গ. জনকল্যাণ ও সেবা প্রদানমূলক কাজের জন্য: যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি আহরণ, মসজিদ, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি।

ঘ. জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনে, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা কিংবা ভূমিকম্প ইত্যাদি।

ধারা ১৪৭

জন ও রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিষয় থেকে আয়, উত্তরাধিকারহীন সম্পদ, সীমান্তে আরোপিত শুল্ক ইত্যাদি 'বাইতুল মাল'এর রাজস্ব হিসাবে বিবেচিত হয়।

ধারা ১৪৮

'বাইতুল মাল'এর খরচ নিম্নোক্ত ছয় প্রকার ব্যক্তির মাঝে বিতরণ করা হয়ঃ

ক. যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত আট প্রকার ব্যক্তি। যদি এ খাত থেকে কোন অর্থ আয় না হয় তবে তাদের কোন অর্থ দেয়া হয় না।

খ. যদি যাকাতের অর্থ অপর্যাপ্ত হয় তবে দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটক, ঋণগ্রস্থ এবং জিহাদের অর্থ স্থায়ী রাজস্বের উৎস থেকে প্রদান করা হয়। যদি স্থায়ী রাজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ অপর্যাপ্ত হয়, তবে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি কোন সাহায্য পান না। দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটক এবং জিহাদের অর্থ উক্ত খাতে আরোপিত বিশেষ করতে থেকে সংগৃহীত হয়। যদি প্রয়োজন হয় এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতে রাষ্ট্র এ খাতে ঋণ নিয়ে প্রয়োজন মিটাতে পারে।

গ. ইসলামী রাষ্ট্রে(খিলাফত) নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন মিটাতে 'বাইতুল মাল' অর্থের যোগান দেয়। যেমন- কর্মচারী, শাসকবৃন্দ এবং সৈনিক। যদি এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ অপর্যাপ্ত হয়, তবে রাষ্ট্র বিশেষ কর আরোপ করে উক্ত অর্থ সংগ্রহ করে। বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা দেখা দিলে ঋণ গ্রহণ করা হয়।

ঘ. বাইতুল মাল নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবার জন্য অর্থ যোগান দেয়, যথা: রাস্তাঘাট, মসজিদ, হাসপাতাল এবং বিদ্যালয়। যদি এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয়, তবে রাষ্ট্র বিশেষ কর আরোপ করে এ খরচের অর্থ সংগ্রহ করে।

ঙ. অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ সেবার ক্ষেত্রেও বাইতুল মাল অর্থ যোগান দেয়। যদি অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তবে ততক্ষণাৎ এ বিষয়ে কোন খরচ করা হয় না এবং এ সংক্রান্ত অর্থ সংস্থান বিলম্বিত হয়।

চ. বিপর্যয়/দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প এবং বন্যার ক্ষেত্রে বাইতুল মাল থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। যদি অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তবে ঋণগ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তীতে কর থেকে তা পরিশোধ করা হয়।

ধারা ১৪৯

ইসলামী রাষ্ট্র(খিলাফত) সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে।

ধারা ১৫০

ব্যক্তি বা কোম্পানী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ, রাষ্ট্রে কর্মচারীদের সমান অধিকার ও দায়িত্ব ভোগ করে। প্রত্যেকেই, যিনি তার কাজের বিনিময় হিসাবে সম্মানী পান, তিনি কর্মচারী হসাবে বিবেচিত হন, এক্ষেত্রে তার কাজের ধরণ বিবেচ্য নয়। কর্মদাতা ও কর্মচারীর মধ্যে বেতনের মাত্রা নিয়ে কোন বিতর্ক হলে, বাজার দর অনুযায়ী বেতন মূল্যায়িত হয়। যদি অন্য কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তবে 'শরীয়াহ'র দৃষ্টিকোণ থেকে চাকরীর চুক্তিনামা মূল্যায়ণ করা হয়।

ধারা ১৫১

কর্মচারীর নিকট প্রত্যাশিত কাজের বা সেবার মূল্যের ভিত্তিতে বেতন নির্ধারিত হয়। এটি কর্মচারীর জ্ঞান কিংবা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়না। এক্ষেত্রে কোন বাধ্যতামূলক বা স্বয়ংক্রিয় বেতন বৃদ্ধির অবকাশ নেই। বরং তারা যে কাজ করেন তার জন্য তাদের প্রাপ্য পূর্ণমূল্যের সমমানের বেতন দেয়া হয়।

ধারা ১৫২

ইসলামী রাষ্ট্র(খিলাফত) অর্থহীন, কর্মহীন ও রুযীহীন ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত পরিমাণ সহায়তা দেয়। পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের গৃহায়ন ও প্রতিপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

ধারা ১৫৩

রাষ্ট্র(খিলাফত) সকল নাগরিকের মধ্যে সম্পদের আবর্তন নিশ্চিত করে এবং শুধুমাত্র কিছু লোকের মাঝে সম্পদের আবর্তন নিষিদ্ধ করে।

ধারা ১৫৪

নিম্নোক্ত উপায়ে রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের চাহিদা অনুযায়ী বিলাসদ্রব্যের প্রয়োজন মিটাতে সাহায্য করে এবং সমাজে একটি ভারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা করে:

ক. রাষ্ট্র(খিলাফত) বাইতুল মালের অর্থ বরাদ্দ থেকে নাগরিকদের জন্য তরল ও স্থির সম্পদ প্রদানের ব্যবস্থা করে।

খ. রাষ্ট্র(খিলাফত) অপর্যাপ্ত জমির মালিকদের ফসলী জমি প্রদানের ব্যবস্থা করে। যাদে জমি আছে কিন্তু তারা তা ব্যবহার করেনা, তাদের কোন জমি দেয়া হবে না। যারা তাদের জমি ব্যবহার করতে পারছে না, তাদের জমি ব্যবহারের জন্য সহায়তা দেয়া হয়।

গ. রাষ্ট্রে যারা, তাদের ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যাকাত ও বাইতুল মালের অন্যান্য খাত থেকে রাষ্ট্র তাদের অর্থ সাহায্য দেয়।

ধারা ১৫৫

রাষ্ট্র(খিলাফত) কৃষিকাজ ও তার উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়গুলো কৃষিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে তত্ত্বাবধান করবে। এতে করে সম্ভাব্য সকল ভূমির পরিপূর্ণ ব্যবহার ও ভূমির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

ধারা ১৫৬

রাষ্ট্র(খিলাফত) শিল্প সংক্রান্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে থাকে। এটি জনমালিকানাধীন শিল্পগুলোর সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে।

ধারা ১৫৭

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল্যায়ণ হয় বণিকের নাগরিকত্বের উপর ভিত্তি করে, পণ্যের উৎসের উপর ভিত্তি করে নয়। রাষ্ট্র যাদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে, সে সকল দেশের বণিকদের রাষ্ট্রে বণিজ্য করতে বাধা দেয়, যদি না এক্ষেত্রে যদি উক্ত বণিকের বা পণ্যের বিশেষ অনুমতি থাকে। যে সকল রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি রয়েছে, তাদের চুক্তি অনুযায়ী বণিকদের সাথে আচরণ করা হয়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু ও প্রয়োজনীয় বস্তু রপ্তানী করতে বাধা দেয়া হয়। তাদের অধিকৃত কোন পণ্য আমদানী করতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এর মধ্যে যেসকল রাষ্ট্র আমাদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছে তারা অন্তর্ভূক্ত নয়, যথাঃ ইসরাইল। এক্ষেত্রে যুদ্ধাবস্থার আইন প্রযোজ্য হবে।

ধারা ১৫৮

প্রতিটি নাগরিকের জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক পরীক্ষাগার স্থাপনের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের ও অনুরূপ গবেষণাগার স্থাপন করা উচিৎ।

ধারা ১৫৯

ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়ে পরীক্ষাগার স্থাপন ও অধিকার করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নিবৃত্ত করবে।

ধারা ১৬০

রাষ্ট্র(খিলাফত) সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়। অবশ্য এটি ব্যক্তিগত চিকিৎসা অনুশীলন কিংবা ঔষধ বিক্রিকে নিষেধ দেয় না।

ধারা ১৬১

রাষ্ট্রে(খিলাফত) বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। বিদেশীদের বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা বা বিচেনার অধিকার দেওয়াও নিষিদ্ধ।

ধারা ১৬২

রাষ্ট্রের(খিলাফত) নিজস্ব মুদ্রা থাকা আবশ্যক। অন্য কোন দেশের মুদ্রার সাথে সংযুক্ত থাকা অনুমিত নয়।

ধারা ১৬৩

রাষ্ট্রের(খিলাফত) মুদ্রা হয় স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য, বিঃযবৎ সরহঃবফ ড়ৎ হড়ঃ। অন্য কোন ধরণের মুদ্রার ব্যবহার অনুমিত নয়। রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন ধরণের মুদ্রা প্রস্তুত করতে পারে তবে শর্ত থাকে যে, সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা থাকতে হবে। অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ রাষ্ট্র তার নাম খচিত তামা কিংবা পিতলের মুদ্রা প্রচলন করতে পারে যদি তা রাষ্ট্রের মজুদ স্বর্ণ বা রৌপ্যের সমপরিমাণ হয়।

ধারা ১৬৪

রাষ্ট্রের(খিলাফত) মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের অনুমিত রয়েছে। অবশ্য এ ধরণের লেনদেন নগদে হতে হবে এবং কোনরূপ বিলম্ব করা যাবেনা। দুটি রাষ্ট্রের মুদ্রা ভিন্ন হলে, তাদের মধ্যে বিনিময় হারের তারতম্য হতে পারে। নাগরিকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রের মধ্য থেকে কিংবা বাহির থেকে মুদ্রা ক্রয় করতে পারে এবং এধরণের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্বলব্ধ কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই।

শিক্ষানীতি

ধারা ১৬৫

'ইসলামী আকীদা' সকল পাঠ্যক্রমের ভিত্তি গঠন করে। পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষার পদ্ধতি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিৎ যাতে মূল ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হবার কোন সুযোগ না থাকে।

ধারা ১৬৬

শিক্ষানীতি ইসলামী চিন্তা ও চরিত্রকে সঠিক রূপ বা আকৃতি প্রদান করে। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত সকল বিষয়েরই এ ভিত্তির উপর গভীরভাবে প্রোথিত থাকা আবশ্যক।

ধারা ১৬৭

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন করা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে জনগণের(উম্মাহ) জীবনকে সম্পৃক্ত করা। শিক্ষার পদ্ধতি, পরিকল্পিত এ লক্ষ্য পূরণের জন্য সংকল্পবদ্ধ এবং এ লক্ষ্য থেকে কোনরূপ বিচ্যুতিকে প্রতিহত করে।

ধারা ১৬৮

'ইসলামী সংস্কৃতি' ও 'আরবী ভাষা' শিক্ষার ক্ষেত্রে, সপ্তাহে ব্যয়কৃত সময়, অন্য বিষয়গুলো শিক্ষার পিছনে ব্যয়কৃত সময়ের সমান হওয়া আবশ্যক।

ধারা ১৬৯

পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান, এবং এ সংক্রান্ত যে কোন বিষয় যেমন গণিত ও সাংস্কৃতিক বিভাগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন থাকা আবশ্যক। পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান এবং এর সাথে সম্পর্কিত যে কোন বিষয় প্রয়োজন অনুসারে শেখানো উচিৎ এবং কোন নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়। সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী, উচ্চতর স্তরের পূর্বেও প্রাথমিক স্তরে শিখানো উচিৎ যাতে করে তা ইসলামী ধারণা ও বিধি-বিধান এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হতে পারে। উচ্চতর শিক্ষার স্তরে এ বিষয়গুলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়রূপে শেখা যেতে পারে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে- তা যেন কোনক্রমেই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।

ধারা ১৭০

শিক্ষার সকল স্তরে 'ইসলামী সংস্কৃতি' শিক্ষা দেয়া উচিৎ। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে চিকিৎসা, প্রকৌশল, পদার্থবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের মত বিভিন্ন 'ইসলামী বিভাগ' প্রবর্তন করা উচিৎ।

ধারা ১৭১

একদিকে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মত বিষয়গুলো বিজ্ঞান, ব্যবসা প্রশাসন, নৌবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার মত বিষয়গুলোর সম্পৃক্ত থাকতে পারে। এ ধরণের বিষয়গুলো কোনরূপ সীমাবদ্ধতা বা শর্ত ছাড়াই শেখা উচিৎ। অপরদিকে যে বিষয়গুলো একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন চারুশিল্প (অঙ্কন শিল্প) ও ভাস্কর্য। এ সকল ক্ষেত্রে, যদি এগুলো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে এ বিষয়গুলো শেখা উচিৎ নয়।

ধারা ১৭২

রাষ্ট্রের(খিলাফত) শিক্ষা পাঠ্যক্রমই শুধুমাত্র শেখানো উচিৎ। ব্যক্তিগত/বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি রয়েছে তবে তাদের অবশ্যই রাষ্ট্রের বেঁধে শিক্ষা পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শ্রেণীর ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়াও অন্য কোন ধর্ম, গোত্র বা বর্ণের ভিত্তিতে কোন বিদ্যালয় থাকতে পারবেনা। প্রতিটি বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রের প্রণীত পাঠক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং রাষ্ট্রের নির্ধারিত লক্ষ্য ও নীতিমালা অনুসরণে তাদের নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

ধারা ১৭৩

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদান রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। অন্ততঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এটি সবার জন্য বিনামূল্যে প্রদান করা উচিৎ। রাষ্ট্রের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিৎ- সবাইকে সুযোগ সুবিধা দেয়া, যাতে করে কোন ব্যক্তি বিনামূল্যে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণও অব্যাহত রাখতে পারে।

ধারা ১৭৪

বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রাষ্ট্রের যথেষ্ট পরিমাণ পাঠাগার, পরীক্ষাগার এবং অন্যান্য শিক্ষা-সুবিধা দেয়া উচিৎ, যাতে করে কোন ব্যক্তি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করতে ও তা অব্যাহত রাখতে পারে। যেমন: ফিকহ, হাদীস, কুরআনের তাফসীর, চিকিৎসা, প্রকৌশল, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে উম্মাহর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মুজতাহিদিন, চমৎকার বিজ্ঞানী এবং সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদ তৈরী হবে।

ধারা ১৭৫

শিক্ষার কোন স্তরেই প্রকাশনার স্বত্বকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং তাকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। কোন ব্যক্তিরই, এমনকি লেখক বা প্রকাশক, কারোই পুন:মুদ্রণ স্বত্বাধিকার(Copyright) সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না। অবশ্য যদি বইটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত বা মুদ্রিত হয়ে না থাকে তবে তা ধারণা হিসাবে রয়েছে এবং লেখকের এ ধারণা জনগণের নিকট স্থানান্তরের বিনিময়ে সম্মানী গ্রহণের অনুমতি রয়েছে ঠিক যেমন তিনি শিখানোর বিনিময়ে পারিতোষিক নিয়ে থাকেন।

পররাষ্ট্র নীতি

ধারা ১৭৬

রাজনীতি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রেই উম্মাহর বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা। রাষ্ট্র এবং উম্মাহ উভয় কর্তৃক এ দায়িত্ব পালন করা হয়। রাষ্ট্র এ ব্যবস্থাপনা বাস্তবে প্রয়োগ করে এবং উম্মাহ সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করে।

ধারা ১৭৭

যে কোন ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী অথবা সংগঠনের বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক থাকা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ রাষ্ট্রেরই সম্পূর্ন দায়িত্ব রয়েছে উম্মাহর বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও দেখাশুনা করা। উম্মাহ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিষয়ে দায়বদ্ধ করে।

ধারা ১৭৮

যে কোন উপায়ে লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না, কারণ পদ্ধতি(তরিকা), ধারণা(ফিকরা) থেকে উদ্ভূত। কাজেই হারাম উপায়ে ওয়াজিব(বাধ্যতামূলক) এবং মুবাহ(অনুমোদিত) বিষয়গুলো অর্জন করা যাবে না। রাজনৈতিক উপায়(Political means), রাজনৈতিক পদ্ধতির(Political method) সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

ধারা ১৭৯

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশল আবশ্যক। এ কৌশলের কার্যকারিতা ও সফলতা নির্ভর করে লক্ষ্য গোপন করা ও কার্যকলাপ প্রকাশ করার মাধ্যমে।

ধারা ১৮০

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় হচ্ছে অপর রাষ্ট্রের অন্যায় অপরাধকে প্রকাশ করে দেয়া। ভ্রান্ত নীতির কুফল ব্যাখ্যা করা, ক্ষতিকর ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দেয়া এবং প্রতারণাকারী/প্রবঞ্চক ব্যক্তিত্বদের কর্তৃত্বের পতন ঘটানোও এসকল উপায়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ১৮১

একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল হচ্ছে ব্যক্তি, জাতি ও রাষ্ট্রের বিষয়াদির দেখাশুনার ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাধারণার মহত্বের প্রকাশ ঘটানো।

ধারা ১৮২

The political cause of the Ummah depends on Islam & ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি, 'ইসলাম' এর 'আইন' 'কানুন' ও শাসনের সঠিক বাস্তবায়ন এবং মানবজাতির প্রতি অবিরাম 'দাওয়াহ' বহন করে নিয়ে যাওয়া।

ধারা ১৮৩

'ইসলামী দাওয়াহ' বহন করা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল অক্ষ যার উপর ভিত্তি করে পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত ও বিকশিত হয় এবং এটি হচ্ছে মূল ভিত্তি যার উপর নির্ভর করে ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

ধারা ১৮৪

অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ভর করবে চারটি বিবেচনার উপর, এগুলো হচ্ছেঃ

১। বর্তমান ইসলামী বিশ্বে রাষ্ট্রগুলোকে একটি অভিন্ন রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কাজেই তারা পররাষ্ট্রনীতির অধীনে পড়েনা। তাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবতা হিসাবে বিবেচিত হয়না এবং এদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার সরবাত্তম চেষতা করে যেতে হবে।

২। যে সকল রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক ও বন্ধুত্বের চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ আছে, তাঁদের প্রতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঐ সকল দেশের নাগরিকদের শুধু পরিচয়পত্র দেখিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশের অধিকার আছে, এক্ষেত্রে তাদের পাসপোর্টের প্রয়োজন নেই। যদি চুক্তিতে এটি উল্লেখিত থাকে এবং এ শর্তে যে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণও ঐ রাষ্ট্রে প্রবেশের অধিকার রাখে। ঐ রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তব, শর্ত থাকে যে ঐ বস্তুগুলো আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ঐসকল রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী করেনা।

৩। যে সকল রাষ্ট্রের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই, এবনং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, যেমনঃ ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স, এবং ঐসকল রাষ্ট্র যারা আমাদের ভূখন্ডগুলোর উপর দখলদারিত্বের আকাঙ্খা পোষণ করে, যেমনঃ রাশিয়া ইত্যাদি; ঐ সকল রাষ্ট্রগুলোর সাথে আমাদের কোনরূপ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি নেই। তাঁদের নাগরিকগণ আমাদের দেশে পাসপোর্ট ও ভিসা'র মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবে, যা প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি ভ্রমণের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪। যে সকল রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে, যেমনঃ ইসরাইল, তাদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে- যেন তারা আমাদের সাথে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে, সেটি যুদ্ধ বিরতিই হোক কিংবা অন্য কোন অবস্থায়ই হোক না কেন। ঐ সকল রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের আমাদের রাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ধারা ১৮৫

সকল সেনাচুক্তি এবং সন্ধি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক চুক্তি ও সমঝোতা যেখানে সেনাঘাটি ও বিমানক্ষেত্র ধার(Lease) দেয়ার বিষয় সংক্রান্ত ইত্যাদি। বন্ধুত্ব, অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক, অর্থব্যবস্থাপনা, সাংস্কৃতিক এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির অনুমতি রয়েছে।

ধারা ১৮৬

ইসলামী ভিত্তির উপর গঠিত নয়, কিংবা অনৈসলামিক বিধিবিধান সম্বলিত কোন সংগঠনে যোগ দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এর মাঝে আন্তর্জাতিক সংগঠন, যেমনঃ জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত, আন্তর্জাতিক মূদ্রা তহবিল(আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক এবং আঞ্চলিক সংগঠন, যেমনঃ আরব লীগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত; যাদের সাথে ইসলামিক রাষ্ট্র কোনরূপ সংশ্লিষ্টতায় যাবে না।

(প্রথম ড্রাফট)

হিজবুত তাহরির/Hizb ut Tahrir/www.hizbuttahrir.org